ত্রিপুরার উচ্চ আদালত
আগরতলা
MAC APP NO. 35/2019

জেনারেল ম্যানেজার
শ্রীরাম জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
অফ ই /৮, ই পি আই পি (EPIP), আর আই আই সি ও(RIICO), ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া
সীতাপুর, জয়পুর , রাজস্থান – ৩০২০২২
বাসের বীমাকারী, যার নিবন্ধন নম্বর টি আর -০৭-১২১৫

.....আবেদনকারী(রা)

বনাম

১. শ্রী দীপক দাস,
পিতা :প্রয়াত যোগেন্দ্র দাস,
আগরতলার ভট্ট পুকুরের বাসিন্দা,
থানা : পশ্চিম আগরতলা, জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরা।

২. শ্রী রাকেশ দে
পিতা অমর কৃষ্ণ দে
ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা, যাত্রাপুর
থানা : যাত্রাপুর, সোনামুড়া , জিলা- সিপাহীজলা
গাড়ির মালিক, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নং টি .আর -০৭-১২১৫।

৩. শ্রী সুব্রত দেবনাথ
পিতা : অমল চন্দ্র দেবনাথ
মির্জাপুর,নতুনপল্লী গ্রামের বাসিন্দা
সারাসীমা , বিলোনীয়া, থানা:বিলোনীয়া , জিলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা
মারুতি অল্টো গাড়ির মালিক যার নম্বর টি.আর -০৮-০৬০৭।

৪. জেনারেল ম্যানেজার
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
৪২ আখাউড়া রোড, আগরতলা
থানা: পশ্চিম আগরতলা, জিলা-পশ্চিম ত্রিপুরা
মারুতি অল্টো টি আর ০৮- ০৬০৭ গাড়ীর বীমাকারী।

.....উত্তরদাতা (গণ)

মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী অখিল কুরেশির সমীপে

আবেদনকারীদের জন্য : শ্রী আর সাহা, আইনজীবী
উত্তরদাতাগণের জন্য : শ্রী এস ডি চৌধুরী, আইনজীবী
শ্রী। এস লোধ, আইনজীবী

শুনানির তারিখ এবং রায় দানের তারিখ: ১০ ই জানুয়ারী, ২০২০

প্রতিবেদনের জন্য উপযুক্ত কিনা: **হ্যাঁ/ না** ✓

রায় (মৌখিক)

এই আপিলটি বীমা কোম্পানীর দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মোটর দুর্ঘটনার দাবী সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল, পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা দ্বারা গৃহীত রায়টিকে চরিতার্থ করার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

২.সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

উত্তরদাতা নং ১ একটি অল্টো গাড়ির একজন যাত্রী ছিলেন যখন গাড়িটি আপিলকারী-বীমা কোম্পানীর বীমাকৃত একটি অগ্রসরগামী বাসের সাথে সংঘর্ষে পড়ে। তিনি গুরুতর আহত হন। তাই তিনি দুর্ঘটনায় জড়িত উভয় গাড়ির মালিক এবং বীমাকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন [টি.এস(এমএসি) নং ২৬৭/২০১৬] দাখিল করেছেন। দাবী আদায়ের ট্রাইব্যুনাল ৭,৭৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। এই দায়বদ্ধতা দুর্ঘটনায় জড়িত উভয় যানবাহন চালকদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হয়েছে এবং তাই, মালিক এবং বীমাকারীদের এই ধরনের ক্ষতিপূরণের ৫০% দায় বহন করতে হবে।

৩. যতদূর পর্যন্ত দাবীদার এটার সাথে সম্পর্কিত, এই রায়টি একটি যৌথ দায়বদ্ধতা। এটি মূলত, দুটি বীমা কোম্পানীর মধ্যেকার একটি বিষয়।

৪. আমি পক্ষগুলির দক্ষ আইনজীবীদের কথা শুনেছি এবং রেকর্ডে থাকা নথীগুলি দেখেছি। দাবীদার তার শপথমূলক জবানবন্দিতে বলেছিলেন যে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে তিনি তার আত্মীয়ের একটি মারুতি অল্টো গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন, এমন সময় বিপরীত দিক থেকে একটি বাস অত্যধিক গতিতে এবং বেপরোয়া ভাবে আসে যার ফলে দুই গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জেরার সময় বীমা কোম্পানী এই সাক্ষীর কাছে চালকের অবহেলার বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন রেখেছিল এবং উল্লেখ করেছিল যে এটা শুধুমাত্র বাস চালকের অবহেলা নয়, উভয় গাড়ির । প্রকৃতপক্ষে, বীমা কোম্পানী দুর্ঘটনা ঘটাতে খানিকটা গাড়িটির জড়িত থাকার প্রশ্ন তুলেছে।

৫. তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বীমা কোম্পানী বাস গাড়ির চালককে জেরা করেনি, যে কিনা দুর্ঘটনাটি কি ভাবে ঘটেছে তা বর্ণনা করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হতেন। অন্যদিকে, দাবীদার যে কিনা একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি যেভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

৬. দাবী সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল লক্ষ্য করেছে যে উভয় গাড়ির চালকই দুর্ঘটনাটি ঘটার জন্য সমানভাবে দায়ী এবং তাই, দুই চালকের মধ্যেই দায়বদ্ধতা ভাগ করেছে।

৭. দাবী সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল কোন ত্রুটি করেছে বলে আমি মনে করি না। প্রথমত, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, দাবীদার যে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি বাসের চালকের গাফিলতির বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বীমা কোম্পানী এই প্রমাণকে খন্ডন করার জন্য বাসের চালককে জেরা না করার জন্য বেছে নিয়েছে। বাসের জড়িত থাকার কথাটি নথীর উপর বড় করে লেখা ছিল। এটি ধাক্কা দিয়ে পালাবার ঘটনা ছিল না। দুর্ঘটনার অনেক পরে ও তদন্তকারী সংস্থা, দুটি গাড়িকেই রাস্তার উপর পেয়েছিল। পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে এমনটাই উঠে এসেছে যেখানে ঘটনাস্থলে বাসের উপস্থিতি নথীভুক্ত করা হয়েছে ।

৮. ক্ষতিপূরণ কমানোর জন্য কোন বড় যুক্তি দেওয়া হল না। দুটি গাড়ির চালকের দায়বদ্ধতার এই প্রধান বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে এই আপীলটিতে আর কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাকি নেই। আপীলটি তাই খারিজ করা হল।

যদি কোনও আবেদন(গুলি) বিচারাধীন অবস্থায় থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হলো।

(অখিল কুরেশি), প্রধান বিচারপতি